দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

নোট এবং গাইড বই নিষিদ্ধ করে দেয়া হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে প্রকাশকদের আপিল আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় এখন থেকে আর কেউ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো নোট ও গাইড বই ছাপাতে এবং বাজারজাত করতে পারবেন না। আদালতের এ রায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক তথা দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আপিল আবেদন খারিজের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেশে নোট ও গাইড বই প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে যা চলছিল তার অবসানের আইনি পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এখন দরকার কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা, এবং সেই সঙ্গে নোট-গাইড বই নির্ভরতার যে অপসংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের জড়িয়ে রেখেছে তা থেকে বেরিয়ে আসা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে একজন শিক্ষার্থীর বোধ-ভাবনা সৃজনশীলতার উন্মেষের স্তর। এ স্তরে শিক্ষা হবে শিশু-কিশোরদের বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতার সুযোগ অবারিত করা, উড়ে বেড়ার সহায়ক। অথচ এই বিশ্বটাতে চর্চাটাই আমরা এতোদিন লঙ্ঘ করেছি। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের একমাত্র কাজ যেন ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট কিছু মুখস্থ করতে দেয়া এবং তা আদায় করা। পরীক্ষা পদ্ধতি ও সেই মুখস্থ বিদ্যা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। সেখানে বোকা, বোধবুদ্ধি খাটিয়ে কোনো কিছু লেখা বা করার প্রশ্ন একেবারেই গৌণ। কারণ বাজারে আছে মুশকিল আসান পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর সংবলিত নানান কিসিমের নোট বই, গাইড বই। মূল বই থাক বা না থাক, ক্লাসে পড়া হোক বা না হোক, নোট গাইড থাকলেই পরীক্ষা উতরানো যাবে। এটা শিক্ষার্থী যেমন জানে, জানেন শিক্ষকও। তাই তো শ্রেণীকক্ষের পাঠ গুরুত্ব পায় না কারো কাছেই। এ প্রক্রিয়ায় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই জিম্মি হয়ে পড়ে নোট-গাইড বাণিজ্যের ওপর। বলাই বাহুল্য, বাজারে যে নোট গাইড বই আসছে, তার মান-নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বেশিরভাগই নিম্নমানের ও ভুলে ভরা। এই নোট গাইড প্রকাশ-বিক্রয় সিন্ডিকেট ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষও। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সুযোগ থাকে না এমনকি বই বাছাইয়েরও। কারণ নির্দিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সাপেক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের শিক্ষার্থীকে বাধ্য করেন নির্দিষ্ট প্রকাশনার সহায়ক বই কিনতে। রাজধানীর নামীদামি স্কুলগুলোর মধ্যে দেখা যায় এ প্রবণতা। এই নোট গাইড নির্ভরতা কাটানোর বিভিন্ন কিছু চেষ্টা করা হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি বদলে। কিন্তু দেখা গেছে, নতুন চালু এমসিকিউ এবং সৃজনশীল ধারার প্রশ্নের উত্তর উপযোগী গাইড নোট বইও বেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। এ নোট গাইড নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের বোধগতভাবে পঙ্গু করছে। শুধু তাই নয়, তাদের ভুল শিক্ষাও দিচ্ছে। সর্বোপরি এটা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা নষ্টচক্রে আবদ্ধ করে ফেলে পঙ্গু করেছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে।

নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই বন্ধের ব্যাপারে সরকারও হার্ডলাইনে। উচ্চ আদালতের রায় পাওয়ার পরদিন থেকেই অভিযানে নেমে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিভিন্ন প্রেসে আর বইয়ের বাজারে হানা দিয়েছে র‍্যাব ও এনসিটিবির পৃথক দুটি দল। র‍্যাবের অভিযানকালে কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত বিপুল পরিমাণ নোট ও গাইড বই জব্দ করে। নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই আটকের জন্য ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে র‍্যাব-৩ এর একটি দল সূত্রাপুর থানার ওসি আবদুল হান্নানকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাবাজারে অভিযান চালায়। রায়ের পর থেকেই অবৈধ নোট, গাইড বই জব্দ করার জন্য এনসিটিবির তিন সদস্যের মনিটরিং টিম রাজধানীর পুরান ঢাকায় অভিযান চালায়। তারা বাংলাবাজার, সূত্রাপুরের বিভিন্ন প্রেস ও দোকানে হানা দেন। বাংলাবাজারের কিছু পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দোকান এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারা তাৎক্ষণিক ধর্মঘটের ডাক দিয়ে মিছিল করারও চেষ্টা করেন। র‍্যাব সদস্যরা আদালত থেকে নিষিদ্ধ করা নোট গাইড বিক্রি বন্ধের জন্য ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান। এখন প্রয়োজন সারা দেশব্যাপী চিরুণী অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত বইগুলো জব্দসহ সিন্ডিকেট চক্র গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। যাতে করে নোট, গাইড প্রকাশ ও বাজারজাতে কেউ সাহস না পায়। নতুন শিক্ষা বছর ২০১০-এর জন্য ছাপানো নোট গাইড নিষিদ্ধ হওয়াতে প্রকাশকদের ক্ষতি হতে পারে বৈকি। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ তারা ভুলে ভরা বই প্রকাশ করে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা নাশ করেছে, অপরদিকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে বই বিক্রি করে হাতিয়ে নিয়েছে শত শত কোটি টাকা। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে বইটির সর্বসাকুল্যে প্রকাশকের খরচ পড়েছে ১০০/ টাকা, সেই বইটির মূল্য লেখা হয়েছে ৫০০/ টাকা। ১০০/ টাকার বই ১৫০/- টাকা করে প্রকাশকরা সোল এজেন্টদের দিয়েছে। সোল এজেন্টরা ২০০/- টাকা করে দিয়েছে সাব এজেন্টদের। সাব এজেন্টরা ২৫০/- করে দিয়েছে খুচরা বিক্রেতাদের। খুচরা বিক্রেতারা ছাত্র ছাত্রীদের ২০/৩০% কমিশন দিয়ে থাকে। এভাবে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেল কিছু প্রকাশক প্রায় শূন্য থেকে হয়েছে বিশাল বিত্তবৈভবের মালিক। এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নোট, গাইড বই বন্ধের যে রায় দিয়েছেন তার ফলে নোট, গাইড বই ব্যবসায়ীদের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। এই রায়ের ফলে নোট গাইড ব্যবসা বন্ধ করা সরকারের জন্য অনেক সহজ হবে। তাছাড়া নোট, গাইড বইয়ের প্রকাশক ও বিক্রেতা নামধারী প্রতারকচক্র সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ক্রেতাদের জানাচ্ছে যে, ২০০৯ ও ১০-এর বইয়ে কোন পার্থক্য নেই, আগামী দু'মাসে ও সরকার বিনামূল্যে বই স্কুলগুলোতে পৌঁছাতে পারবে না। এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অরা মলাট বদলে পুরানো বই বাজারে বিক্রি করছে। কোন প্রতারকচক্র হয়তোবা হাতেলেখা বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত কতার পৃষ্ঠাহিন নোট বা গাইড বই প্রকাশ ও বাজারজাত করার কৌশল অবলম্বন করতে পারে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার। আমরা আশা করব, শিক্ষামন্ত্রীর বিচক্ষণতা ও যোগ্য দিক নির্দেশনায় এবার যথাসময়ে বই পৌঁছাবে ছাত্রদের হাতে।

নোট গাইড ও পাঠ্যবই নিয়ে অপব্যবসা যারা করছে তাদেরকে ধরা দরকার। ধরা দরকার যারা এদের বই-এর যোগানদার তাদের। ছোট ব্যবসায়ীরা বই কিনে বড় প্রকাশকদের কাছ থেকে। তারাই সব কলকাঠি নাড়ায়। শাস্তি হওয়া দরকার তাদের। এরাই নোট গাইডের কাছে জিম্মি করে রাখে ছাত্রদের। নিষিদ্ধ, ভুলে ভরা নোট এরাই ছাপে, বিক্রি করে। টাকার পাহাড় বানায়। শিক্ষার মান নেমে যায় এদের অপতৎপরতায়। এদের চিহ্নিত করা দরকার সেই সাথে দেয়া দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

নোট-গাইড যুগের অবসান

শাহনাজ সিদ্দিকী নিম্মু

❑ লেখক : ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ইউপিবার্তা, ফতুল্লা ইউপি, নারায়ণগঞ্জ